প্রশ্ন ৬। আইনের অনুশাসন সম্পর্কে একটি টীকা লেখ। /ব.বি. ১৯৮৭, '৯২, '৯৫/

অথবা

আইনের অনুশাসন বলতে কি বোঝায়? আইনের অনুশাসন সম্পর্কে ডাইসির বক্তব্য পর্যালোচনা কর।

অথবা

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতি হিসেবে আইনের অনুশাসনের অর্থ ও প্রকৃতি উল্লেখ কর।

উত্তর □ আইনের অনুশাসন তত্ত্ব ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার অন্যতম প্রধান উপাদান। মূলত এই আইনের অনুশাসনের জন্যই ব্রিটেনের জনগণ সে দেশে লিখিত সংবিধানের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার ভোগ করে। এই আইনের অনুশাসন কথাটি ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রচলন করেন অধ্যাপক ডাইসি। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে ডাইসির বহু পূর্বেই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় আইনের অনুশাসনের ধারণাটি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ডাইসি-ই সর্বপ্রথম এই আইনের অনুশাসনের ধারণাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করেন।

প্রকৃতপক্ষে গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকে এই আইনের অনুশাসনের ধারণাটি ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে প্রসার লাভ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারণা একটি জনপ্রিয় ধারণা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সহজ-সরল ভাষায় আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায় আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, নির্দিষ্ট আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান, প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার প্রভৃতি। অর্থাৎ সকলেই আইনের অধীন, এটাই হলো আইনের অনুশাসনের মূল কথা। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর 'শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা' নামক গ্রন্থে আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেন। ডাইসির ব্যাখ্যা অনুসারে আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটি তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

প্রথমত, সরকারের কোন স্বৈরী-ক্ষমতা নেই ঃ এর অর্থ হলো আদালতের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তাকে জীবন ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর মাধ্যমে আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে এবং সরকারের কোন স্বৈরী-ক্ষমতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই অর্থে গ্রেট ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব রয়েছে। কেননা ব্রিটেনে আইনের সর্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আইনের চোখে সবাই সমান ঃ এর অর্থ হলো কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সকলেই আইনের চোখে সমান। ক্ষমতা, অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের অধীন। আইনের চোখে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই সমান। এই অর্থে ফ্রান্সে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ব্রিটেনে ফ্রান্সের মতো স্বতন্ত্র শাসন বিভাগীয় বিশেষ আইন বা আদালতের অস্তিত্ব না থাকায় সেখানে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব রয়েছে।

তৃতীয়ত, নাগরিকদের অধিকার সাধারণ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত ঃ যেসব দেশে লিখিত সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লিখিত সংবিধানের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ব্রিটেনে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র না থাকায় এখানকার জনগণের মৌলিক

2020-4-14 17:

অধিকারসমূহ সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত নয়। তবে ব্রিটেনে আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ব্রিটিশ নাগরিকদের বহু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব অধিকারকে ভিত্তি করে আবার ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক আইনও গড়ে উঠেছে। তবে ব্রিটেনে ব্যক্তির অধিকার দেশের সাধারণ আইনের ওপর নির্ভরশীল।

আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিশ্লেষণ হলেও তাঁর এই তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। স্যার আইভর জেনিংস্-এর মতে ডাইসির তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর একনিষ্ঠ উদ্যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাঁর এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে নানা দিক থেকে সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত হয়েছে। সমালোচকদের মতে—

(১) ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের প্রথম নীতিটিতে দেশের সাধারণ আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্য স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর মতে সরকারের কোন স্বৈরী-ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানকালের জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়, সেহেতু সরকারের হাতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করার দরকার হয়ে পড়ে। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় আইন কখনওই নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় আইন রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

(২) ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতিটিতে আইনের চোখে সকলেই সমান—এই ধারণা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর মতে ক্ষমতা, অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের অধীন। কিন্তু ডাইসির এই ধারণা সঠিক নয়। ব্রিটেনে একজন সরকারি কর্মচারী ও একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কারণ, ব্রিটেনে একজন বিশিষ্ট নাগরিকের চেয়ে একজন সাধারণ পুলিশ কর্মচারী অনেক বেশি ক্ষমতাবান। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতিটিও সমালোচিত হয়েছে। মার্কসবাদীদের মতে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় আইন কখনওই শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারে না।

(৩) ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের তৃতীয় নীতিটিতে বলা হয়েছে যে, সাংবিধানিক আইনের দ্বারা নয়, আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। কারণ, ইংল্যান্ডের নাগরিক অধিকারের বেশিরভাগই আদালতের সিদ্ধান্তের ফল নয়। উদাহরণস্বরূপ মহাসনদ, অধিকারের বিল ও হেবিয়াস কর্পাসের কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতি আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ডাইসির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অধিকারসমূহ। কিন্তু বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা সৃষ্ট অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করার মতো দূরদৃষ্টি ডাইসির ছিল না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞগণও ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। যেমন, সংবিধান বিশেষজ্ঞ **আইভর** জেনিংস্ আইনের অনুশাসন তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে এই তত্ত্ব হলো একটি উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়ার মতো এবং এই তত্ত্বটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের [illegible] কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা

পালন করতে পারেনি। আধুনিক রাজনীতির বিশ্লেষক **ওয়েড** ও **ব্র্যাডলি** আইনের অনুশাসন তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব যে তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার কোনটাই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয় এবং সবগুলির ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠতে পারে।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যদিও আধুনিককালের রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডাইসির আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটি সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এই তত্ত্বটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের যে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে তা' অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে আইনের অনুশাসনের তত্ত্বকে অস্বীকার করলে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিকাশ ও তার চারিত্রিক গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব হবে না। আধুনিককালের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে **ওয়েড** ও **ফিলিপস্**-এর বক্তব্যকে সামনে রেখে একথা বলা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অন্যতম মূল নীতি হিসেবে এখনও ডাইসির আইনের অনুশাসনের নীতিকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই ধরনের বক্তব্যকে মেনে নিয়েও একথা বলা যায় যে সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের অনুশাসন তত্ত্বের কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন।

2020-4-1

GANGADHARPUR MAHAVIDYAMANDIR

PLSG – Sem - II CC-2 SAQ (Module-I)

By – DIPANNITA KUNDU

তুলনামূলক সরকার এবং রাজনীতি

ব্রিটেন :

একটা বাক্যে উত্তর দাও: (১ X ১৫)

১) ব্রিটিশ সংবিধানের দুটি উৎস লেখ।

উঃ ক) ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র খ) শাসন্ তান্ত্রিক রীতিনীতি ।

২) ব্রিটিশ সংবিধানের দুটি বৈশিষ্ট উল্লেখ কর ।

উঃ ক) আলিখিত সংবিধান খ) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

৩) ব্রিটিশ সংবিধানকে কে সমস্ত সংবিধানের মাতৃস্থানীয়া বলেছেন।

উঃ অধ্যাপক মনরো ।

৪) আইনের অনুসাশন তত্বটি কে প্রদান করেন।

উঃ অধ্যাপক ডাইসি ।

৫) আইনের অনুসাশন বলতে কি বোঝায় ?

উঃ আইনের প্রাধান্য, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার এবং সকলেই আইনের অধীন ।

৬) শাসন্ তান্ত্রিক রীতিনীতি বলতে কি বোঝায় ?

উঃ শাসনবব্যস্থা সম্পর্কিত সেইসব নিয়মকানুন যেগুলি আইনের অংশ না হলেও শাসনবব্যস্থার অবিছেদ্য অংশ ।

৭) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কটি অংশ ও কি কি ?

উঃ তিনটি অংশ – লর্ড সভা, কমন্স সভা ও রাজা বা রানী।

৮) ব্রিটেনের সর্বোচচ আপিল আদালত কোনটি ?

উঃ লর্ড সভা।

৯) উলস্যাক কি ?

উঃ লর্ড সভার সভাপতি যে আসনে বসেন তাকে উলস্যাক বলে।

১০) কমন্স সভার সভাপতি কে ?

উঃ স্পিকার বা অধ্যক্ষ।

১১)ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব কাকে বলে ?

উঃ পার্লামেন্টের চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাকে বোঝায়।

১২) ব্রিটেনের রাজা বা রানীর বিকল্প সরকার বলতে কি বোঝো ?

উঃ বিরোধী দলকে।

১৩) ছায়া ক্যাবিনেট কাকে বলে ?

উঃ ব্রিটেনে বিরোধী দলের কিছু অভিজ্ঞ ও যোগ্য নেতাদের নিয়ে তৈরি হয় ছায়া ক্যাবিনেট। যার নেতৃত্বে থাকে বিরোধী দলের নেতা ।

১৪) ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নাম কর ।

উঃ শ্রমিক দল আর রক্ষনশীল দল ।

১৫) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট কিভাবে গঠিত হয় ?

উঃ ব্রিটেনে কমন্স সভার নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় তার নেতা বা নেত্রীকে রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন আর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তার ক্যাবিনেট গঠন করেন ।